প্রথম আলো

2 JAN 2009

বিনা মূল্যে বই বিতরণ উদ্বোধন

প্রাথমিক স্তরে চার বছরে ঝরে পড়ে ১২ লাখ শিশু

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

প্রতিবছর প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হয় ৩৪ লাখ শিশু। তাদের মধ্যে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পৌঁছে ২২ লাখ শিশু। অর্থাৎ চার বছরে ঝরে পড়ে ১২ লাখ শিশু। ভর্তি হওয়া সব শিশুকে ধরে রাখাই এখন বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ।

প্রাথমিক ও এবতেদায়ি স্তরের বিনা মূল্যে বই বিতরণ অনুষ্ঠানে গতকাল বৃহস্পতিবার শিশুদের ঝরে পড়ার ওই তথ্য প্রকাশ করা হয়। রাজধানীর টিচার্স ট্রেনিং কলেজে আয়োজিত অনুষ্ঠানে শিক্ষা উপদেষ্টা ও শিক্ষা সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা উপদেষ্টা এবং এ মন্ত্রণালয়ের সচিব উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা কয়েকজন শিশুর হাতে আনুষ্ঠানিকভাবে বিনা মূল্যের বই তুলে দেন।

কাল শনিবার থেকে দেশজুড়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে বিনা মূল্যে বই বিতরণ শুরু হবে। বস্তি ও যৌনপল্লীর শিশুরাও এ বছর থেকে বিনা মূল্যে বই পাবে।

শিক্ষা উপদেষ্টা ড. হোসেন জিল্লুর রহমান বলেছেন, প্রাথমিকের মতো মাধ্যমিক স্তরেও বিনা মূল্যে বই দেওয়ার প্রক্রিয়া অনেক দূর এগিয়েছে। নির্বাচিত সরকার দায়িত্ব নিয়ে এ বিষয়ে পরবর্তী পদক্ষেপ নেবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। তিনি আরও বলেন, মানসম্মত শিক্ষার লক্ষ্যে মানসম্মত শিক্ষা উপকরণ বিশেষ করে পাঠ্যবই তৈরি, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সুশাসন নিশ্চিত করা এবং শিক্ষকের সহায়ক নির্দেশিকা প্রকাশসহ সরকার বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছে। নতুন সরকার শিক্ষাকে গুরুত্ব দিয়ে এসব প্রক্রিয়া আরও এগিয়ে নেবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে ড. হোসেন জিল্লুর রহমান বলেন, 'নির্বাচন ঘিরে সংশয়কে সম্মিলিতভাবে আমরা পরাজিত করেছি। সবার অংশগ্রহণে যে সুষ্ঠু নির্বাচন

এরপর পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ৭

চার বছরে ঝরে

শেষ পৃষ্ঠার পর

অনুষ্ঠিত হয়েছে তা ইতিহাসে মাইলফলক হয়ে থাকবে।'

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা উপদেষ্টা রাশেদা কে চৌধুরী বলেন, ২০১০ সাল থেকে প্রাথমিক স্তরের সব শিশু নতুন বই পাবে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার ওই উদ্যোগ নিলেও অর্থের অভাবসহ কিছু কারণে এটা বাস্তবায়ন করা যায়নি। উপদেষ্টা প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপের কথা তুলে ধরেন। প্রথম শ্রেণীর 'আমার বাংলা বই' শিশুবান্ধব করে এ বছর প্রকাশ করা হয়েছে বলে তিনি জানান।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. মোহতাজুল ইসলাম, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব বদরুল আলম তরফদার এবং জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) চেয়ারম্যান অধ্যাপক মো. মহির উদ্দিন। এ সময় প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক নজরুল ইসলাম খান উপস্থিত ছিলেন।

এনসিটিবির চেয়ারম্যান অধ্যাপক মো. মহির উদ্দিন জানান, প্রাথমিক স্তরের জন্য ৩৩টি বইয়ের পাঁচ কোটি ১২ লাখ ৭৪ হাজার ৫৯২ কপি বই ছাপা হয়েছে। এ ছাড়া এবতেদায়ি স্তরের জন্য ছাপা হয়েছে ৩৪টি বইয়ের এক কোটি ৬১ লাখ ৭৩ হাজার ১২ কপি।

সন্দ্বীপে বই বিতরণ কার্যক্রম উদ্বোধন

সন্দ্বীপ (চট্টগ্রাম) সংবাদদাতা জানান, নতুন বছরের প্রথম দিনে গতকাল চট্টগ্রামের সন্দ্বীপ উপজেলায় প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে বিনা মূল্যে বই বিতরণ কার্যক্রম উদ্বোধন করা হয়েছে। শিক্ষা কর্মকর্তার কার্যালয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) খান মো. নুরুল আমিন তিন শিক্ষার্থীর হাতে এক সেট করে নতুন বই তুলে দিয়ে এ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন।

উপজেলা সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তা মো. ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ, শহিদুল ইসলাম, থানা উন্নয়ন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোস্তাদের মাওলা, হারামিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ মহিউদ্দীন প্রমুখ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।